গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ৮ হাজার টাকা ঘোষণা অযৌক্তিক

প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধিমাত্র ২৭২ টাকা

গার্মেন্টস শ্রমিকদের ৮ হাজার টাকা মজুরি প্রত্যাখ্যান ও ১৮ হাজার টাকার দাবিতে গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের মিছিল

গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ৮ হাজার টাকার ঘোষণা প্রত্যাখ্যান এবং মজুরি পুনর্বিবেচনা করে রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মজুরির সাথে সংগতি রেখে নিম্নতম মজুরি ১৮ হাজার টাকা ঘোষণার দাবিতে ১৪ সেপ্টেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট-এর আহবানে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি আহসান হাবিব বুলবুল এর সভাপতি ত্বেঅনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব ্যরাখেন সমাজতান্ত্রিক শ্রমিকফ্রন্ে টর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, গার্মেন্টস শ্রমিক নেতা সেলিম মাহমুদ, সৌমিত্র কুমার দাস, জাহাঙ্গীর আলম গোলক, সাইফুল ইসলাম শরীফ ও হাসনাত কবির প্রমুখ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, গার্মেন্টস শ্রমিকদের নতুন মজুরি কাঠামো নির্ধরণের জন্য গঠিত মজুরি বোর্ডের সুপারিশে সরকার ১৩ সেপ্টেম্বর গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ৮ হাজার টাকা ঘোষণা করেছে। অথচ গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টসহ স্কপভুক্ত গার্মেন্টস শ্রমিক সংগঠনগুলির জোট (জি-স্কপ) এর নেতৃত্বে গার্মেন্টস শ্রমিকেরা নিম্নতম মজুরি ১৮ হাজার টাকা নির্ধরণ করার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছে। সরকার ২ জুলাই রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের জন ্যনিম্নতম মজুরি ঘোষণা করে যা ২০১৫ সাল থেকে কার্যকর হবে বলে সরকার সিদ্ধান্ত দেয়। গত ৩ বছরের ইনক্রিমেন্টসহ রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের এই মজুরির বর্তমান পরিমাণ ১৭ হাজার ৮১২ টাকা। অর্থাৎ সরকারের মানদণ্ডেও এটা প্রমাণিত যে একজন শ্রমিকের মানবিক জীবনযাপনের জন্য ন্যূনতম ১৮ হাজার টাকা প্রয়োজন। কিন্ত সবকার মালিকদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে শ্রমিদের দাবিকে উপেক্ষা করে প্রহসনমূলক মজুরি ঘোষণা করেছে। সরকার ৮ হাজার টাকার যে মজুরি ঘোষণা করেছে তার মধ্যে মূল মজুরি ৪ হাজার ১০০ টাকা। ২০১৩ সালে গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য ঘোষিত নিম্নতম মূল মজুরি ৩ হাজার টাকা ৫ শতাংশ হারে বাৎসরিক বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে ৫ বছর পরে বিদ্যমান মূল মজুরি ৩ হাজার ৮২৮ টাকা। অর্থাৎ নতুন মজুরি ঘোষণায় শ্রমিকদের মূল মজুরি মাত্র ২৭২ টাকা বৃদ্ধ করা হয়েছে। যা প্রমাণ করে মজুরি বোর্ড শ্রম আইন ২০০৬ এর ১৪১ নং ধারায় উল্লিখিত মানদণ্ড কিংবা আইএলও কনভেনশন ১৩১-এর মজুরির মাপকাঠিকে কোন মূল্য দেয়নি। মজুরি বোর্ড মানদণ্ড বিচারের পরিবর্তে দরকষাকষির স্থান হিসাবে ব্যবহত হয়েছে, যা আইন সম্মত নয়। দরকষাকষির ক্ষেত্রে সরকার মালিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল আচারণ করে শ্রমিকদের বঞ্চিত করেছে। আর সরকার এই ঘোষণার মাধ্যমে সমাজে বৈষম্য বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করছে। নেতৃবৃন্দ, মজুরির এই অন্যায্য ঘোষণা প্রত্যাখান করে বলেন, শ্রমিকরা ২০১০ সালে ৮ হাজার টাকা নিম্নতম মজুরি ঘোষণার দাবি করেছিল অর্থাৎ সরকার লাখ লাখ শ্রমিককে বিগত ৮ বছরের রাষ্ট্রীয় প্রবৃদ্ধির সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে অল্প সংখ্যক মালিকের সম্পদ বৃদ্ধিকে আরও তরান্বিত করতে চায়। নেতৃবৃন্দ ঘোষিত মজুরি পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মজুরির সাথে সংগতি রেখে গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরি ১৮ হাজার টাকা ভিত্তি ধরে মজুরি কাঠামো ঘোষণা করার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানান।